আবারো লাশ...

লিখেছেন যশোর থেকে **মামুন রহমান**

ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার মাগুরা গ্রামের বয়োবৃদ্ধ মোজাহার হোসেন (৫০)কে সবাই ভালো মানুষ হিসেবেই চেনে এবং জানে। বড় ধরনের কোনো বিবাদ করেছেন কারো সাথে এমন নজিরও নেই। অথচ হঠাৎ করেই ৪ অক্টোবর সকালে একদল সন্ত্রাসী তার বাড়িতে চড়াও হয়। মোজাহার তখন ভাত খাচ্ছিলেন। ঐ অবস্থায় দুর্বৃত্তরা তাকে টেনে-হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে পার্শ্ববর্তী একটি মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে হাতুড়ি ও লাঠিপেঠা করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মোজাহারকে। কিন্তু রাতেই মারা যান তিনি। নিহত মোজাহারের স্ত্রী চান্দু বলেন, মাগুরা গ্রামের লাবু, বাবু, আলমগীর, বিপুল, আজিম, মন্টু হাসান প্রমুখ মোজাহারকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। তারা সবাই বিএনপি করে। চান্দু বেগম বলেন, তার (মোজাহারের) অপরাধ একটাই, সে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ করতো। তিনি অভিযোগ করেন, সন্ত্রাসীরা তার স্বামীকে শুধু পিটিয়ে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার তিন ছেলেকে পর্যন্ত পিতার মৃত মুখটি দেখতে দেয়নি। ভয়ে লাশ দাফন করতে পারেনি আত্মীয়-স্বজনরা। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে লোক ডেকে পুলিশ তার লাশ সমাহিত করে। আর এখন ঐ সব খুনিরা প্রতিনিয়ত এসে মামলা তুলে নেয়ার জন্যে আমাকে হুমকি দিচ্ছে। বলছে, মামলা তুলে না নিলে আমাকেও স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেবে। স্বামী খুন হওয়ার পর এখন আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে। তারা আমার ছেলেদেরও যে কোনো মহূর্তে খুন করতে পারে। ভয়ে তারা পরদিন থেকেই গ্রামছাড়া।

শুধু মোজাহারের পরিবার নয়, নির্বাচন-পরবর্তী হিংসাত্মক ঘটনায় গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ বর্তমানে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। এর মধ্যে যেমন আওয়ামী লীগের

কর্মী-সমর্থকরা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিএনপি'র কর্মী-সমর্থকরাও। তবে সবচেয়ে বাজে অবস্থায় আছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন।

এ অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে

সন্ত্রাসীরা এভাবে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের দোকানপাট ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ছবিটি শমশের নগর থেকে তোলা

লন্ডভন্ড এক ব্যক্তির বসত ভিটা

ঝিনাইদ আর বাগেরহাট জেলায়। আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের দাবি অনুযায়ী শুধু কালীগঞ্জ উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন থেকে তাদের ১১ হাজার কর্মী-সমর্থক প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। খুন হয়েছে ৩ জন। বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা ভাঙচুর করেছে তাদের বসত ভিটা, লুট করেছে গবাদি পশু, বৃক্ষরাজি, ক্ষেতের ফসল, পুকুরের মাছ। কয়েকটি গ্রামে এর বাস্তবতাও পাওয়া যায়।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, মোজাহার ছাড়াও কালীগঞ্জে খুন হয়েছেন আরো একজন। তার নাম আজিম। মালিয়াট ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ছিলেন তিনি। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর ৩ অক্টোবর রাত ১২টার দিকে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাকে পিটিয়ে হত্যা করে। কিন্তু এ ঘটনায় আজো কোনো মামলা হয়নি। মামলা করতে দেয়নি হত্যাকারীরা। বরং তারা আজিমের পিতার কাছ থেকে জোর করে লিখে নিয়েছে এই বলে যে, তার ছেলে হার্টফেল করে মারা গেছে। আজিমের স্বজনরা বলেছেন, শাহিন, সিরাজ, দাউদ, নজরুলসহ ১৫/২০ জন যুবক আজিমকে পিটিয়ে হত্যা করে। তবে অপর একটি সূত্র জানায়, প্রহার নয় আজিম সত্যি সত্যি মারা গেছে হার্টফেল করে। সন্ত্রাসীরা তাকে ধাওয়া করলে সে প্রাণপণে দৌড় দেয়। এ সময় পার্শ্ববর্তী একটি বাঁশ বাগানের পাশে গিয়ে সে অকস্মাৎ পড়ে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। এদিকে ঘটনা যাই হোক, আজিমের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যশোর শহরে থাকা তার আত্মীয় আবু মুছা কালীগঞ্জের উদ্দেশে রওনা দিলে সন্ত্রাসীরা তাকে মঙ্গলপৈতা বাজারে রোধ করে এবং নির্মমভাবে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে দেয়। মুছা

কালীগঞ্জে সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলছেন থানা নির্বাহী অফিসার ফারুক হোসেন

শমশের নগরের (কালীগঞ্জ) আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদের মেহগনী বাগান এভাবে সাবাড় করে দেয় সন্ত্রাসীরা

এখন যশোর জেনারেল হাসপাতালের বেডে ব্যথা- যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। শুধু মুছা নয়, নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় কালীগঞ্জ উপজেলার ১৬ ইউনিয়নের শত শত মানুষ প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছে।

গ্রাম থেকে বসতভিটা ছেড়ে পালিয়েছে অন্তত ১১ হাজার গ্রামবাসী। যাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থক আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনই বেশি। আওয়ামী লীগের নেতা মোহিত কুমার নাথ ২০০০কে বলেন, সন্ত্রাসীরা একদিকে বাড়ির পুরুষ ছেলেদের মারধর করেছে, অন্যদিকে ধর্ষণ করেছে বউ-ঝিদের।

নামের আদ্যাক্ষরে শ আছে এমন এক যুবকের স্ত্রীকে দুর্বৃত্তরা দফায় দফায় ধর্ষণ করেছে। ঐ যুবক প্রতিবাদ করার চেষ্টা করায় সন্ত্রাসীরা তাকে প্রহার করে নাকে খত দিয়ে তাদের পা চাটতে বাধ্য করে। এভাবে অনেককেই তারা ধর্ষণ করেছে। বয়োবৃদ্ধরাও তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। একই গ্রামের একটি মুসলিম পরিবারের ২ সন্তানের জননীকেও তারা মাফ করেনি। তাদের সবার অপরাধ, তারা আওয়ামী লীগের সমর্থক। ২ সন্তানের জননীকে ধর্ষণ শেষে দুর্বৃত্তরা বলে গেছে, দ্রুত ৫০ হাজার টাকা দিতে নইলে তার ২ সন্তানকে হত্যা করা হবে।

কালীগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ঠান্ডু, সাধারণ সম্পাদক ইসরাইল হোসেন ও গত নির্বাচনে কালীগঞ্জ আসনের প্রার্থী আব্দুল মান্নান বলেন, দুর্বৃত্তরা এতই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, তাদের ভয়ে আমরাও অসহায়। নেতা-কর্মীদের কাছে যেতে পারছি না। তারা গ্রামের মোড়ে মোড়ে প্রহরা বসিয়েছে। অচেনা কাউকে গ্রামে ঢুকতে দিচ্ছে না। এমনকি তাদের হাতে প্রহৃত অনেককে তারা চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালেও নিতে দিচ্ছে না। কালীগঞ্জের ১৬ জন ইউপি চেয়ারম্যানের মধ্যে ৮ জনই প্রাণের ভয়ে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তাদের ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসীরা ভাঙচুর করে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। প্রশাসনের কোনো মাথাব্যথা নেই। যারা অবস্থাপন্ন তাদের অধিকাংশের কাছে চাওয়া হয়েছে ৫০ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চাঁদা। কারা করছে এসব? জানতে চাইলে তারা বলেন, গোটা পঞ্চাশেক সন্ত্রাসীর নেতৃত্বে এসব তান্ডব ও বর্বরতা চালানো হচ্ছে। যাদের সবাই বিএনপি করে। তবে এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছে যারা দিনে বিএনপি আর রাতে চরমপন্থী দল করে। গোটা কালীগঞ্জকে যারা নরকপুরীতে পরিণত করেছে তারা হলো—পারখিদ্দা গ্রামের শাহিনুর ও জলিল, বেথুলি গ্রামের সিরাজ, চাঁপরাইল গ্রামে শহিদ মাগুরা গ্রামের নুর আলী, অনুপমপুর গ্রামের ছমির, সলুয়া গ্রামের অলিয়ার, মঙ্গলপৈতা গ্রামের নজরুল ও দাউদ, সোনালীভাঙা গ্রামের মশিয়ার ও তোতা, বাদেদিহি গ্রামের কালাম ও আলী আহমদ, মাইজদি গ্রামের তরিকুল ও সাজুল, পিরোজপুর গ্রামের মংলু ও শরিফুল, ধিকভাঙ্গা গ্রামের সিরাজ শহিদুল ও ওলিয়ার, সুবর্ণসারা গ্রামের মিন্টু, বাদুরগাছা গ্রামের মনি, বাক্কার ও শান্তি, ফুলবাড়ি গ্রামের হারুন, খোকন, শফি ও যাদব, বেলাট গ্রামের সোহাগ, রিপন, ও ইন্তি, মাশয়াহাট গ্রামের রশিদ, সাহেব আলী, জলিল ও আইউব, নাটোপাড়ার বশির, মিন্টু ও দুলাল, দেবরাজপুরের শফি, লেখন ও আমির, পুকুরিয়া গ্রামের মগো, মনোহরপুর গ্রামের মালেক, তিল্লা গ্রামের শাহাদত, আড়পাড়ার পলাশ ও পাইকপাড়ার সাগর উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পুলিশ অজ্ঞাত কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। যে কারণে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

একটি বিভীষিকাময় রাতের কাহিনী

১০ অক্টোবর নিশুতি রাত। অব্যাহত সন্ত্রাসী ঘটনায় গোটা কালীগঞ্জ উপজেলার মানুষ সন্ত্রস্ত-উৎকণ্ঠিত। রাত তখন প্রায় ১২টা। তিল্লা গ্রামের লোকজন নিস্তব্ধতায় কাটাতে থাকে রাত। হঠাৎ করেই পার্শ্ববর্তী সিমলা ও পুকুরিয়া গ্রাম থেকে শ'দেড়েক সশস্ত্র সন্ত্রাসী চড়াও হয় তাদের ওপর। বেছে বেছে হামলা চালায় আওয়ামী লীগ সমর্থক আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর। লুটপাট করে মালামাল। খুলে নেয় ঘরের টিন পর্যন্ত। তাদের প্রহারে আহত হয় দেবেন্দ্র, মাধব, সাবিত্রি, অলোক, অনিল, দেবু, নিখিল, দুর্গা, হরিপদ, ইসমাইলসহ আরো ২০/২৫ জন। এমনকি অন্ধ বৃদ্ধ আর শিশুদেরকেও রেহাই দেয়নি তারা। মধ্যরাতের হঠাৎ আক্রমণে হতবিহবল হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে মহিলারা আতঙ্কে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। এই সুযোগটিই কাজে লাগায় দুর্বৃত্তরা। তারা অনেককে ধরে নির্জন স্থানে নিয়ে ধষর্ণ করে। অনেকে মান-ইজ্জত বাঁচাতে পুকুরের পানিতে ঝাঁপ দেয়। সেই রাতের অবসান ঘটলে সকালে ঐ গ্রামের ৩ শতাধিক নারী-পুরুষ প্রায় ৭ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও করে। তারা তাদের ওপর হওয়া বর্বরতার বিচার চায়। কিন্তু কালীগঞ্জের ইউএনও ফারুক হোসেন সান্ত্বনার বাণী আর আশ্বাস ছাড়া কিছুই দিতে পারেননি তাদের ।